

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ২৬তম সভার রেকর্ড নোটস্।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ২৬তম সভা ১২/১০/২০২০ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত সকলের পরিচিতি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ২৫ তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। বিগত সভার রেকর্ডনোটসের ক্রমিক নং ১ ও ৩ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত (যা বর্তমানে বাস্তবায়নাবধীন রয়েছে) ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালিত মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। এ পর্যায়ের ২৫তম সভা হতে ২৬তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১।	একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি মূল্য পরিশোধ প্রসঙ্গে।	একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি মূল্য পরিশোধের কারণে বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে সভায় পুনঃআলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত FEOD'র প্রতিনিধি এ বিষয়ে জানিয়েছে যে, ইতিমধ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক উত্থাপিত এ সংক্রান্ত সমস্যা কেইস টু কেইস ভিত্তিতে সমাধান দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যার অনলাইন ভিত্তিক সমাধান নিশ্চিত করার জন্য Information Systems Development and Support Department ইতোমধ্যে Bill of Entry Transfer সংক্রান্ত একটি Module প্রস্তুত করেছে। সংশ্লিষ্ট Module এর বিষয়ে ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সম্বলিত একটি Manual প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে মর্মেও অবহিত করা হয়। সভাপতি FEOD কর্তৃক আলোচ্য কার্যক্রম শীঘ্রই সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করেন।	FEOD, বাংলাদেশ ব্যাংক।
২।	জিএফইটি ২০১৮, ভলিয়াম-১ এর অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-২ তে উল্লেখিত নন-রেসিডেন্ট টাকা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধানের যৌক্তিক পরিবর্তন/পরিবর্তন প্রসঙ্গে।	জিএফইটি ২০১৮, ভলিয়াম-১ এর অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-২ এ নন-রেসিডেন্ট টাকা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধানের যৌক্তিক পরিবর্তন নিয়ে পুনঃআলোচনা হয়। এ বিষয়ে এফইপিডির এএন্ডএনএফবিপি শাখায় উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। সার্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি এফইপিডির এএন্ডএনএফবিপি শাখাকে এই বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনকারী ব্যাংক ব্র্যাক ব্যাংকের লিখিত প্রস্তাবনা গ্রহণ করে চলমান কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করেছেন।	FEPD (এএন্ডএনএফ বিপি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক।
৩।	এফই সার্কুলার ৩০ তারিখ ২৩/০৭/২০২০ এর স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে।	সভায় উপস্থিত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি এফই সার্কুলার নং ১৩/২০২০ এর অনুবৃত্তিক্রমে জারিকৃত এফই সার্কুলার নং ৩০/২০২০ এর মাধ্যমে কতিপয় নীতি সহায়তা মার্চ ৩১, ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এক্ষেত্রে এফই সার্কুলার নং ১৩/২০২০ এর সকল বিষয় মার্চ ৩১, ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত হবে কি-না সে বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য অনুরোধ করেন। আলোচ্য	সকল এডি ব্যাংক

		বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এফই সার্কুলার নং ১৩/২০১৩ এর সকল বিষয় মার্চ ৩১, ২০২১ সময়কালের জন্য বলবত থাকার নিমিত্তে এফই সার্কুলার ৩০/২০২০ জারি করা হয়েছে। আলোচ্য সার্কুলারের মাধ্যমে বস্ত্রখাতের রপ্তানির সময় অতিরিক্ত ৩০ দিন বৃদ্ধি করে ২১০ দিনে নির্ধারন করা হয়েছে মর্মেও সভাকে অবহিত করা হয়েছে।	
৪।	সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় উৎপাদন উপকরণাদি আমদানি দায় পরিশোধ প্রসঙ্গে।	করোনাভাইরাস জনিত প্রেক্ষাপটে সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় উৎপাদন উপকরণাদি আমদানি দায় পরিশোধের জন্য বিদ্যমান ১৮০ দিনের ইউজেন্স সময়সীমা বৃদ্ধি করে ৩৬০ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে একই আমদানির নিমিত্তে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট গ্রহণ, পরবর্তীতে বায়ার্স ক্রেডিটের মাধ্যমে উক্ত দায় নিষ্পত্তি কিংবা বায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় আমদানির বিপরীতে বর্ধিত সময়ের জন্য পৃথক ফাইন্যান্সারের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে কিনা তা স্পষ্টিকরণের জন্য সভায় উপস্থিতিদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করা হয় যে, প্রাধিকারভুক্ত আমদানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত সময়ের জন্য একের অধিক পছায় অর্থায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে নীতিগত কোন বাধা নেই।	সকল এডি ব্যাংক
৫।	বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিংয়ের সময় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন প্রসঙ্গে।	এডি ব্যাংকসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিংয়ের সময় প্রায়শই ভুল করছে এবং তা সংশোধনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করছে মর্মে সভায় এফইওডির উপস্থিত প্রতিনিধি উল্লেখ করেন। এফইওডির প্রতিনিধি আরো জানান যে, এ জাতীয় ভুল করার পর সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সময়সীমা ওভারডিউ হয়ে গেলেও অনেক সময় ব্যাংকসমূহ তা অগ্রাহ্য করতঃ গ্রাহকের পক্ষে গাইডলাইন্সের বিদ্যমান বিধির নির্দেশনা লংঘনপূর্বক এলসি স্থাপন করছে এবং পরবর্তীতে জরুরী প্রয়োজনে এলসি স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখপূর্বক ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায়, নির্ভুল ও সুচারুরূপে বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিং কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কাজে উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ জনবল নিয়োজিত করা এবং এতদসংক্রান্ত GFET-2018 এ বর্ণিত নির্দেশনা ও এফইপিডির সার্কুলার নং ২৮/২০২০ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট এডি ব্যাংকগুলোকে সভার সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল এডি ব্যাংক/সকল ব্যাংকের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৬।	ওভারডিউ একসেস্টেড বিল প্রসঙ্গে।	সভায় উপস্থিত এফইওডির প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি ব্যাংকসমূহের স্থানীয় ও বৈদেশিক অপরিশোধিত একসেস্টেড বিল এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে বিদেশি ব্যাংকসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট দেশের Embassy হতে অভিযোগের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যাতে স্থানীয় ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক অভিযোগ, স্থানীয় ঋণপত্রের বেনিফিশিয়ারীর তরফ হতে স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে এফইওডির প্রতিনিধি সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং শৃংখলার পরিপন্থী হলেও হেড অব আইডি পর্যায়ে নিষ্পত্তি হচ্ছে না বিধায় ব্যাংকগুলোর এমডি/সিইও পর্যায়ে আলোচনার্থে ব্যাংকার্স সভায় উত্থাপনের জন্য BRPDকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়।	BRPD, বাংলাদেশ ব্যাংক
৭।	ওভারডিউ একসেস্টেড বিলের বিষয়ে বিবি-এডি ফোরামের সভায় নিয়মিত ভিত্তিতে আলোচনা প্রসঙ্গে।	ওভারডিউ একসেস্টেড বিলের বিষয়ে এফইওডির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সভায় বিশদ আলোচনা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ওভারডিউ একসেস্টেড বিলের বিষয়ে নিয়মিতভাবে ব্যাংকগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিবি-এডি ফোরামের সভায় পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত হয়।	সকল এডি ব্যাংক
৮।	ইএক্সপি ফরমে ঘোষিত রপ্তানি মূল্য জাহাজীকরণের সময়ে কম/বেশী হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সনদপত্র সাপেক্ষে ইএক্সপি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয় বিবেচনা	বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Export Monitoring System এ Short/Over shipment জনিত ইএক্সপি সংশোধন কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ইএক্সপিসমূহ Online Export Monitoring System এ Partially Overdue হিসাবে প্রদর্শিত হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করে ইএক্সপি ফরমে ঘোষিত রপ্তানিমূল্য জাহাজীকরণের সময়ে কম/বেশী হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইএক্সপি সংশোধনের জটিলতার বিষয়ে আইবিবিএলের প্রতিনিধি	সকল এডি ব্যাংক

	প্রসঙ্গে।	সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এফইওডির প্রতিনিধি জানান যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।	
৯।	Refund Record সহজীকরণ/সমন্বয়করণ প্রসঙ্গে।	পণ্য আমদানির নিমিত্তে অগ্রিম পরিশোধের বিপরীতে পণ্য দেশে প্রবিশ্ত না হলে ঐ অর্থ ফেরত নিয়ে এসে পরিশোধিত অর্থের সাথে সমন্বয় করা হয়। আলোচ্য সমন্বয় কার্যক্রমে অনুমোদিত ডিলারদেরকে প্রাধিকার প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিতির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এফই সার্কুলার নং ১১/২০২০ মোতাবেক অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক ফেরত প্রাপ্ত অর্থের বিষয়ে প্রযোজ্য নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে সমন্বয়ের নিমিত্তে রিপোর্ট করবে। ইমেইল/ম্যানুয়াল রিপোর্টিং ব্যবস্থার পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিং পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়ে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট FEPD এর সহায়তা নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	FEOD, বাংলাদেশ ব্যাংক
১০।	বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানী RJSC-তে নিবন্ধিত হওয়ার পর ১৪ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা প্রসঙ্গে।	গাইডলাইনের (খন্ড-১) এর বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানী RJSC-তে নিবন্ধিত হওয়ার পর ১৪ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ অবহিত করার বিধান রয়েছে। বিদেশি কোম্পানিগুলোকে এই ধরনের রিপোর্ট প্রদান করতে বাধ্য না করে সরাসরি RJSC থেকে ডাটা সংগ্রহের জন্য উপস্থিত ব্যাংক ব্যাংকের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপস্থিত মহাব্যবস্থাপক, এফইআইডি সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে RJSC, BSEC ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।	FEID, বাংলাদেশ ব্যাংক
১১।	প্রকল্প অফিস, বিদেশী ঠিকাদার ও বিদেশী পরামর্শকের অনুকূলে ইন্টারেস্ট বিয়ারিং এসটিডি অথবা সঞ্চয়ী টাকা হিসাব সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।	গাইডলাইনের বিদ্যমান বিধি মোতাবেক প্রকল্প অফিস, বিদেশী ঠিকাদার ও বিদেশী পরামর্শকের অনুকূলে ইন্টারেস্ট বিয়ারিং এসটিডি অথবা সঞ্চয়ী টাকা হিসাব খোলার সুযোগ নেই মর্মে বিবি-এডি ফোরামের বিগত সভায় স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সভায় এইচএসবিসির প্রতিনিধি ব্যাংকিং ইভাঙ্গিতে কিছু ব্যাংক এখনো এ সকল বিদেশী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী পরামর্শকের প্রকল্প হিসাবে ইন্টারেস্ট প্রদান করছে যা মার্কেটে অসম প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করছে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় এ ধরনের বিধি বহির্ভূত কার্যক্রম হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিরত থাকতে এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকলে FEPDকে জানাতে পরামর্শ দেন।	সকল এডি ব্যাংক

পরিশেষে সভায় যোগদানপূর্বক মূল্যবান অবদান রাখার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 26/08/2020
 (মোঃ হুমায়ুন কবির)
 আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম
 ও
 নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

